কারুনের ধ্বংস

25-February-2021

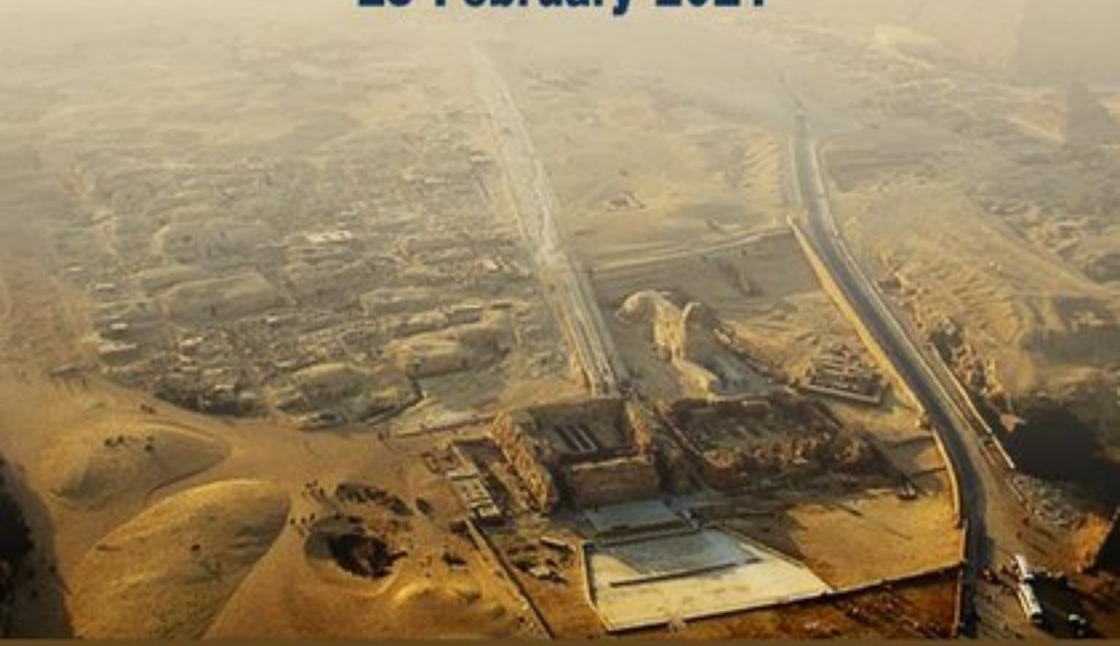

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّه فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَه" অর্থাৎ যে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করলো এবং **রব (আল্লাহ্) পাকের** হামদ বর্ণনা করলো, অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে আপন প্রতিপালক **আল্লাহ্ পাকের** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

করলো, তবে নিঃসন্দেহে সে কল্যানকে নিজের স্থান থেকে অনুসন্ধান করে নিলো। (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৬৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আজকের বয়ানের বিষয় হলো, **"কারূনের ধ্বংস"**। যেটাতে আমরা কারূণের পরিণতি, যাকাত না দেয়ার ক্ষতি, কৃপণতার পরিণতি, যাকাতকে যাকাত বলার কারণ, যাকাত না দেওয়ার ক্ষতি অরো অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য অর্জন করব।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান মনোযোগ সহকারে শুনার সৌভাগ্য দান করুক। আমীন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারূনের পরিণতি

কারুন খুবই সুদর্শন লোক ছিলো, সে বণী ইসরাঈলে "তাওরাত" এর অনেক বড় আলিম, খুবই মিশুক প্রকৃতির ও সৎচরিত্রবান ব্যক্তি ছিলো কিন্তু অঢেল ধন সম্পদ তার হাতে আসতেই তার চরিত্র একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর অনেক বড় শত্রু হয়ে গেলো আর অনেক বড় অহঙ্কারী হয়ে গেলো। যখন যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলো তখন সে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে এই অঙ্গিকার করলো: সে তার সমস্ত সম্পদ থেকে হাজারো অংশ যাকাত বের করবে কিন্তু যখন সে তার সম্পদ হিসাব করলো তখন দেখা গেলো, একটি বিরাট অংশ যাকাত বের হয়ে যাচ্ছে। তা দেখে তার মধ্যে হঠাৎ লালসা ও কৃপণতার ভূত চেপে বসলো এবং শুধু সে একাই যাকাতকে অস্বীকার করলো না বরং বনী ইসরাঈলদেরও বিভ্রান্ত করতে লাগলো যে, হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এই বাহানায় তোমাদের সম্পদ নিয়ে নিতে চায়। এমনকি হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কাছ থেকে মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য এরূপ জঘন্য ও ঘৃনিত চক্রান্ত করলো যে, একজন মহিলাকে অনেক সম্পদ দিয়ে প্রস্তুত করলো যে, সে মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) এর প্রতি অপকর্মের অপবাদ দেবে, সুতরাং ঠিক সেই সময়ে যখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বয়ান করছিলেন, কারূন মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام) কে এই বিষয়ে এ অপবাদ দ্বারা আঘাত করলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: সেই মহিলাকে আমার সামনে নিয়ে

আসো, সুতরাং সেই মহিলাকে ডাকা হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে মহিলা! সেই **আল্লাহ্**র শপথ! যিনি বণী ইসরাঈলের জন্য নদীকে দু'ভাগ করে দিয়েছেন এবং নিরাপত্তার সহিত নদী পার করিয়ে ফিরআউনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সত্য করে বলো যে, আসল বিষয়টি কি?

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর অসন্তুষ্টির ভাব দেখে সেই মহিলাটি ভয়ে কাঁপতে লাগলো এবং সে সমবেত জনতার সামনে স্পষ্ট করে বলে দিলো: **হে আল্লাহ্ পাকের** নবী! আমাকে কারূন অনেক ধন সম্পদ দিয়ে আপনার প্রতি অপবাদ দেয়ার জন্য প্রস্তুত করেছে। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন এবং তিনি সিজদায়ে শোকর আদায় করলেন আর এই দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ্ পাক**! কারূনের উপর তোমার কহর ও গযব অবতীর্ণ করে দাও। অতঃপর হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام লোকদেরকে বললেন: যারা কারূনের সাথী তারা যেন কারূনের সাথে অবস্থান করে আর যারা আমার সাথী তারা কারূন থেকে পৃথক হয়ে যাও। সুতরাং দু'জন লোক ছাড়া সকল বণী ইসরাঈলীরা কারূন থেকে পৃথক হয়ে গেলো। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام মাটিকে আদেশ দিলেন: হে মাটি! তুমি কারূনকে আকড়ে ধরো, তখন কারূন একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ধ্বসে গেলো অতঃপর হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام মাটিকে আবারো একই কথা বললেন, তখন সে কোমর পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। তা দেখে কারূন কাঁদতে লাগলো এবং অনুরোধ করে নৈকট্য ও আত্মীয়তার দোহাই দিতে লাগলো, কিন্তু তিনি (হযরত মূসা) عَلَيْهِ السَّلَام তার দিকে ধ্যানও দিলেন না, অবশেষে সে জমিনে পুরোপুরি ধ্বসে গেলো। আর দুই অপদার্থ ব্যক্তি যারা কারূনের সাথী হয়েছিলো, মানুষকে বলতে লাগলো: হযরত মূসা (عَلَيْهِ السَّلَام)

www.dawateislami.net

কারূনকে এই জন্যই ধ্বসিয়ে দিয়েছেন, যেন কারূনের সম্পত্তি ও ধন ভান্ডার নিজে দখল করে নিতে পারেন। একথা শুনে তিনি (হযরত মূসা) عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ পাকের** নিকট দোয়া করলেন যে, কারূনের সম্পত্তি এবং ধন ভান্ডারও যেন মাটিতে ধ্বসে যায়। সুতরাং কারূনের স্বর্ণের নির্মিত বাড়ি ও তার ধন ভান্ডার সবকিছুই মাটিতে ধ্বসে গেলো।

(তাফসীরে সা'ভী, পারা ২০, আল কিসাস, ৮১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/১৫৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, দুনিয়াবী সমৃদ্ধি, ধন দৌলত এবং আরাম-আয়েশের আধিক্য **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির নিদর্শন নয়, যদি এমন হতো তবে **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে কারূনের অনেক বড় মর্যাদা হতো, এটাও জানা গেলো, ধন ও সম্পদের লোভে পতিত হয়ে মানুষ নিজের আখিরাত ধ্বংস করে দেয় এবং **রব (আল্লাহ্) পাকের** অসন্তুষ্টি ক্রয় করে নেয়, অবশেষে **আল্লাহ্ পাকের** আযাবের কারণে দুনিয়ায় লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে পরিণত হয়ে যায়। মনে রাখবেন! ধন-সম্পদ **আল্লাহ্ পাকের** একটি নেয়ামত কিন্তু এই নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার হলো **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টি মূলক কাজে ব্যয় করা এবং এর যাকাত আদায় করা, এর পাশাপাশি প্রকৃত সম্পদ (তাকওয়া, পরহেযগারী, খোদাভীতি এবং ইশকে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ভিক্ষা প্রার্থনা করতে থাকা উচিৎ। কেননা, সম্পদ ও রাজত্ব থাকা মর্যাদার মাপকাঠি নয়, ফিরআউন, নমরূদ এবং কারূনও তো ধন-সম্পদ ও রাজত্বের মালিক ছিলো, কিন্তু তাদের সম্পদই তাদের চিরস্থায়ী অভিশাপের অধিকারী বানিয়েছে, বরং ফযীলত তো এর মধ্যে রয়েছে, **আল্লাহ্ পাক** আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া,

তাকওয়া ও পরহেযগারী লাভ হওয়া এবং যদি সম্পদ অর্জন হয়, তবে তা যেরূপ হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী ও হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট ছিলো, সে রকম সম্পদ যেন অর্জিত হয়। সেই ব্যক্তিরা এই সম্পদের হক আদায় করতেন অর্থাৎ যাকাত দিতেন এবং যাকাত ছাড়াও ইসলামের নামে অধিকহারে দান সদকা করতেন। **আল্লাহ্ পাক** আমাদেরকে সম্পদের ভালবাসার কারণে এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করুক এবং প্রতি বছর এর যাকাত আদায় করার তৌফিক দান করুক। কেননা, সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরয, আর কৃপণতা এবং সংকীর্ণমনা হয়ে তা সঞ্চিত করে রাখা এবং এর যাকাত আদায় না করা আখিরাতে ফেঁসে যাওয়া এবং **আল্লাহ্ পাকের** আযাবের কারণ। যেমনিভাবে- ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, ১৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা কার্পণ্য করে ঐ জিনিষের মধ্যে, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং সেটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক । অদূর ভবিষ্যতে তারা যেসব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছে কিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলার শৃংখল হবে এবং আল্লাহ্ই স্বত্বাধিকারী আসমানসমূহ ও যমীনের এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত।

পারা ১০ সূরা আত তাওবার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

(পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৩৪,৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ওই সব লোক, যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না; তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির; যে দিন উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে, অতঃপর তা দ্বারা দাগ দেওয়া হবে তাদের ললাটগুলোতে এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশগুলোতে, 'এটা হচ্ছে তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, এখন স্বাদ গ্রহণ করো এ পুঞ্জীভূত করার'।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যেসব লোকেরা নিজের সম্পদকে সঞ্চিত করে রাখে এবং এর যাকাত আদায় করে না তবে সে কাল কিয়ামতের দিন কিরূপ অপমান ও অপদস্ত এবং বেদনাদায়ক আযাবে গ্রেফতার হবে। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে যাকাত আদায় করা মানুষের নিজের জন্য উপকারী, তেমনি কৃপণতার সহিত কাজ করাও নিজের জন্য ক্ষতির কারণ। যে লোকেরা নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করে এবং মন খুলে দান ও সদকা করে, তবে এরপরও তাদের সম্পদের মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে উত্তোরত্তোর উন্নতি ও বরকত হতেই থাকে, আর কৃপনের এই অবস্থা হয় যে, সম্পদের আধিক্যের পরও লোভ ও লালসার কারণে তারা নিজের সম্পদকে কম মনে হয়, যার কারণে সে ওয়াজিব ও

নফল সদকা আদায় করতে, নেকীর কাজে ব্যয় করতে এবং **আল্লাহ্ পাকের** সৃষ্টিকে সাহায্য করতে জীবনভর ছটফট করতে থাকে যে, আমার সম্পদ কমে যাচ্ছে না তো? অবশেষে একদিন মৃত্যুর ফিরিশতা তার কাছে এসে যায় এবং তার মৃত্যুর পর তার সকল সম্পদ তার ওয়ারিশদের নিকট চলে যায়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি:

কৃপণতার পরিণতি

উয়ুনুল হিকায়াত প্রথম খন্ডের ৭৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযীদ বিন মাইসারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে অধিক সম্পদ সঞ্চয় করেছিলো। তার সন্তান-সন্ততিও অনেক ছিলো। অসংখ্য নেয়ামত সে লাভ করেছিলো। অনেক সম্পদের মালিক হয়েও লোকটি খুবই কৃপণ ছিলো। **আল্লাহ্ পাকের** পথে কিছুই খরচ করতো না। সে সর্বদা সচেষ্ট থাকতো যে, কীভাবে ধন-সম্পদ আরো বাড়ানো যায়। সে যখন অত্যধিক সম্পদের অধিকারী হলো, একদিন সে মনে মনে বললো: "এবার আমি আরাম-আয়েশ সহকারে বিলাসিতার জীবন কাটাব।" অতএব সে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে বিলাসিতার জীবন কাটাতে লাগলো।

অসংখ্য চাকর-বাকর করজোরে তার হুকুমের অপেক্ষায় থাকতো। মোট কথা সে দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসের জীবনে এতই মগ্ন হয়ে গেলো যে, নিজের মৃত্যুর কথাই ভুলে গিয়েছিলো। একদিন মালাকুল মওত হযরত সায়্যিদুনা আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এক ফকীরের বেশে তার আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হলেন আর দরজার কড়া নাড়লেন, চাকরেরা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দেবার জন্য দৌঁড়ালো। দরজা খুলতেই দেখতে পেল একজন ফকীর

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। চাকরেরা জিজ্ঞাসা করলো: 'তুমি এখানে কী জন্য এসেছো?' হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: 'যাও, তোমাদের মালিককে বাইরে আসতে বলো, আমি তার কাছেই এসেছি।' চাকরেরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উত্তর দিলো: 'তিনি তো তোমার মত কোন ফকীরকে সাহায্য করার জন্য বাইরে গেছেন।' হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام সেই কথা শুনে সেখান থেকে চলে আসলেন। কিছুক্ষণ পর আবার এসে দরজার কড়া নাড়লেন। চাকর বাইরে এলে তিনি তাকে বললেন: 'তুমি যাও, তোমার মালিককে বলো, আমি মালাকুল মওত (আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام)!' ধনী ব্যক্তিটি এই কথা শোনার সাথে সাথে খুবই আতঙ্কিত হয়ে গেলো। চাকরদের উদ্দেশ্য করে বললো: 'তোমরা গিয়ে তাঁর সাথে কোমল ভাষায় কথাবার্তা বলো।' চাকরেরা বাইরে এসে হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে বলল: 'আপনি আজ আমাদের মালিকের পরিবর্তে অন্য কারো প্রাণ নিয়ে যান আর তাঁকে ছেড়ে দিন। **আল্লাহ্ পাক** আপনাকে বরকত দান করবেন।'

হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: 'এমন কখনো হতে পারেনা।' এই বলে তিনি ভিতরে গিয়ে সেই ধনী ব্যক্তিটিকে বললেন: 'তোমার কোন ওসীয়ত থাকলে করে নাও। তোমার প্রাণ না নিয়ে আমি এখান থেকে যাবো না।'

হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর মুখে এই কথা শুনে ঘরের সবাই শোরগোল করে উঠলো, কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলো। সে তার পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্য করে বললো: 'স্বর্ণ-রৌপ্যে ভরা সিন্দুক আর বাক্সগুলো খুলে দাও। আমার সমস্ত ধন-দৌলত আমার সামনে নিয়ে এসো।' সাথে সাথেই আদেশ পালন করা হলো। তার সমস্ত ধন-দৌলত

তার সামনে এনে রাখা হলো। লোকটি স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের নিকট এসে বললো: 'হে তুচ্ছ ও নগন্য সম্পদ! তোমার উপর শত ধিক্কার, শত অভিশাপ! তুমিই আমাকে আমার পালনকর্তার যিকির থেকে দূরে রেখেছিলে। তুমিই আমাকে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিলে।'

তার কথাগুলো শুনে তার ধন-সম্পদগুলো তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো: 'তুমি শুধুশুধু আমাকে গালমন্দ করিও না। তুমিই না সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার মাঝে একজন তুচ্ছ ও নগন্য ছিলে? আমিই তো তোমার মান-সম্মান বৃদ্ধি করেছিলাম। আমার কারণেই তো তুমি বাদশাদের দরবারে পর্যন্ত গমন করতে পেরেছো। না হয় গরীব আর নেককার লোকজন তো সেখানে যেতে পারে না। আমার কারণেই তুমি শাহজাদী আর আমীরজাদী বিয়ে করতে পেরেছো। না হয় গরীবেরা তাঁদের বিয়ে করতে পারে কীভাবে? আর এটা তোমার দুর্ভাগ্য যে, তুমি আমাকে শয়তানী কর্মকাণ্ডেই ব্যয় করেছো। তুমি আমাকে যদি **আল্লাহ্ পাকের** পথে ব্যয় করতে, তাহলে তোমার ভাগ্যে এই লাঞ্ছনা আর অপমান জুটতো না। আমি কি তোমাকে বলেছিলাম: আমাকে তুমি নেক কাজে ব্যয় করো না? আজ আমি নই, বরং তুমিই লাঞ্ছনা আর অভিশাপের যোগ্য।'

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবন যেমনি এক মহান নেয়ামত, তেমনি **আল্লাহ্ পাকের** পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নেকী অর্জনের এবং আখিরাতকে সাজানোর এক উত্তম সুযোগও বটে। তাই যতটুকু নিঃশ্বাস বাকী রয়েছে, তাকে গণিমত মনে করুন, যার নিকট যতটুকু

যাকাত আসতো কিন্তু ধন সম্পদের অহেতুক ভালবাসায় পড়ে বা শুধুমাত্র অলসতার কারণে অথবা দ্বীনি জ্ঞান থেকে দূরত্বে থাকাতে অজানা ও অজ্ঞতার কারণে এখনো আদায় করেননি, প্রথমে তো এর জন্য দ্রুত **আল্লাহ্ পাকের** দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা এবং ওলামায়ে আহলে সুন্নাত থেকে জিজ্ঞাসা করে এর হিসাব করুন আর পূর্ণ যাকাত আদায় করুন। বাস্তবতা হলো, আমাদের স্পর্শকাতর ও দূর্বল শরীরে আখিরাতের বেদনাদায়ক আযাব সহ্য করার ক্ষমতা কখনোই নাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যাকাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য? Definition of zakat

যাকাত হলো: শরীয়াতের পক্ষ থেকে নির্ধরিত করা সেই সম্পদকে বলা হয়, যা থেকে নিজের উপকারীতা অর্জন সর্বোতভাবে শেষ হওয়ার পর তা **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য এমন কোন মুসলমান গরীবকে মালিক বানিয়ে দেয়া, যে নিজে হাশেমী (সৈয়দ) হবে না এবং কোন হাশেমীর আযাদকৃত গোলাম হবে না।

(দুররে মূখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩য় খন্ড, ২০৪,২০৬ পৃষ্ঠা)

যাকাতকে যাকাত বলার কারণ

যাকাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, বৃদ্ধি ও বরকত। যেহেতু যাকাত অবশিষ্ট সম্পদের জন্য পবিত্রতা ও বৃদ্ধির কারণ, সেহেতু একে যাকাত বলা হয়।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩য় খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা। ফয়যানে যাকাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ পাক সম্পদশালীদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যেন তারা নিজের যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দূর্বল ও

দরিদ্র গোষ্ঠির সাহায্য করে এবং সম্পদ কয়েকজন লোকের মুঠোয় বন্দি হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে গরীব জনগোষ্ঠি পর্যন্তও পৌঁছে থাকে। আর এভাবে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি **আল্লাহ্ পাক** চাইতেন তবে সবাইকে সম্পদশালী বানিয়ে দিতেন আর কোন ব্যক্তি গরীব থাকতো না, কিন্তু তিনি নিজ ইচ্ছায় কাউকে ধনী বানিয়েছেন আর কাউকে গরীব, যেন ধনীকে তার সম্পদ এবং গরীবকে তার দরিদ্রতার মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া যায়। কেননা, এই দুনিয়া হচ্ছে দারূল ইমতিহান (অর্থাৎ পরীক্ষার ঘর)। আমাদেরকে **আল্লাহ্ পাকের** সকল বিধানকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করে প্রশান্ত হৃদয়ে লাব্বাইক বলা উচিৎ এবং নিজের আখিরাতের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের ভান্ডার জমা করা উচিৎ। যদি কেউ শরীয়াতের কোন বিধানের উপর আমল করতে অলসতা করে এবং নিজের সম্পদের যাকাত আদায় না করে, তবে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক ক্ষতির সম্মূখীন হতে হবে। আসুন! যাকাত না দেয়ার কয়েকটি ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি:

যাকাত না দেয়ার বিভিন্ন ক্ষতি

✿ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তি সেই উপকারীতা অর্জন করতে পারে না, যা সে যাকাত আদায় করার কারণে পেতো।

কৃপণতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না

✿ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তি সম্পদের ভালবাসা ও কৃপণতার মতো মন্দ অভ্যাস থেকে কখনো মুক্তি অর্জন করতে পারে না। মনে রাখবেন! যে সম্পদের জন্য আজ আমরা বিভিন্ন কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য

করছি এবং তা নিরাপত্তা সহকারে রাখছি, যদি যাকাতের আদলে আমরা এর হক আদায় না করি তবে এই সম্পদই আমাদের জন্য প্রানের শত্রুতে পরিনত হবে এবং আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। কৃপণতা এমন এক মন্দ অভ্যাস, এর কারণে বান্দা মরে যাওয়াকে পছন্দ করে কিন্তু সম্পদের লোভ ছাড়ে না। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি:

কৃপণতার পরিণাম

বর্ণিত আছে; বসরায় এক কৃপণ ধনী লোক ছিলো, একদিন তার প্রতিবেশী তাকে দাওয়াত করলো এবং তার সামনে ডিম আর ভূনা মাংস দিলো, সেই কৃপণ ব্যক্তিটি অনেক বেশি মাংস খেয়ে নিলো অতঃপর পানিও পান করলো, ফলে তার পেট ফুলে গেলো আর ভীষন কষ্টে পড়ে গেলো, মৃত্যু তার শিয়রে ঘুরতে লাগলো, এমনকি সে কষ্টে অস্থির হয়ে গেলো এবং যখন অবস্থা খুবই খারাপ হলো তখন ডাক্তারকে ডাকা হলো, ডাক্তার বললো: চিন্তার কোন কারণ নেই, যা কিছু খেয়েছো বমি করে দাও, একথা শুনে ধনী কৃপন ব্যক্তিটি বললো! হায় আফসোস! ডিমের সাথে খাওয়া সেই উন্নত ভুনা মাংস আমি কিভাবে বমি করে ফেলে দেবো? আমি মৃত্যুকে তো কবুল করবো, তবে আমি বমি করবো না।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩১৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম, কৃপণ ব্যক্তি সম্পদের লোভের কারণে নিজের প্রানেরও পরোওয়া করে না। সুতরাং আমাদেরকে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সাজানোর জন্য **আল্লাহ্**

পাকের বিধানাবলীর অনুসরন করা উচিৎ এবং কৃপণতার অভ্যাস দূর করার জন্য প্রতি বছর হকদার মুসলমানদের শুধু যাকাত নয় বরং বছরের মাঝেও দানশীলতা প্রদর্শন করে তাদেরকে আর্থিক সাহায্যও করা উচিৎ।

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দানশীলতা হচ্ছে **আল্লাহ্** প্রদত্ত (নেয়ামত), দানশীলতা প্রদর্শন করো, **আল্লাহ্ পাক** তোমাদের আরো দান করবেন। শুনো! **আল্লাহ্ পাক** দানশীলতাকে সৃষ্টি করে একজন পুরুষের আকৃতি দান করেন এবং তার শিকড়কে তুবা (জান্নাতি) গাছের শিকড়ের সাথে গেঁথে দিলেন আর ডাল গুলোকে সিদরাতুল মুনতাহার ডালের সাথে শক্ত করে বেঁধে দিলেন, এরপর ডালগুলোকে দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়ে দিলেন, আর যে ব্যক্তি এর একটি ডালও ধরলো **আল্লাহ্ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন, শুনো! নিশ্চয় দানশীলতা ঈমানেরই অংশ আর ঈমান হচ্ছে জান্নাতেরই এবং **আল্লাহ্ পাক** কৃপণতাকে তাঁর গযব থেকে সৃষ্টি করেন এবং এর শিকড়কে শজরে যাক্কুম (জাহান্নামের কাঁটাযুক্ত গাছ) এর শিকড়ের সাথে বেঁধে দিলেন, এর কিছু ডাল মাটির দিকে ধাবিত করে দেন, আর যে ব্যক্তি এর মধ্যে যেকোন ডাল ধরবে **আল্লাহ্ পাক** তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিবেন, শুনো! কৃপনতা হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা আর অকৃতজ্ঞতা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। (যিয়ায়ে সাদাকাত, ১০৭ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ পাক** আমাদেরকে কৃপনতা থেকে মুক্তি দান করে দানশীলতার নেয়ামত দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়

✿ যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় না, সে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। আজকে আমরা যদি সমাজে দৃষ্টি দিই, তবে সম্ভবত দেখা যাবে বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় ফ্যাক্টরীর মালিকের ব্যাপারে শুনি, সে হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে ঋণের বোঝায় পিষ্ট হয়ে আছে, এরা হচ্ছে তারাই যারা কাল পর্যন্ত তো খুবই আরাম ও আয়েশে উদাসীনতার গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলো, যাদের অধীনে অসংখ্য কর্মচারী কাজ করতো, ব্যক্তিগত কাজের জন্য খাদিমের লাইন পড়ে ছিলো, কিন্তু আজ কি যে, এসব কিছুই লুট হয়ে গেছে, এটি তার নিজের হাতেরই কর্মফল তো নয় যে, এই ব্যবসায় সূদের **(Interest)** টাকাও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে, অথবা হতে পারে এই ব্যক্তি প্রতি বছর নিজের সম্পদের যাকাতই আদায় করতো না এবং দুনিয়ায় এটি তারই শাস্তি পাচ্ছে, কিন্তু মনে রাখবেন! যদি আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে চিনি, যে পূর্বে তো খুবই ধনী ছিলো কিন্তু এখন গরীব ও নিঃস্ব এবং আমাদের কুমন্ত্রণা আসে যে, এই ব্যক্তি যে শাস্তি পাচ্ছে, তা এরই প্রতিফল যে, সে **আল্লাহ্ পাকের** পথে সম্পদ খরচ করতো না, যাকাত দিতো না, সে গরীবদের সাহায্য করার পরিবর্তে ধাক্কা দিতো, এই কারণে সে এই পরীক্ষায় পতিত হয়েছে। যে কোন মুসলমানের সম্পর্কে এরূপ ভাবনা রাখা আমাদের শরীয়াতে অনুমতি দেয় না। আমরা জানি না যে, ব্যাপার কি? **আল্লাহ্ পাক** আমাদেরকে সুধারণার অফুরন্ত দৌলত দ্বারা সমৃদ্ধশালী করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: রোদ ও বৃষ্টিতে যে সম্পদ নষ্ট হয়েছে, তা যাকাত না দেয়ার কারণেই নষ্ট হয়েছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফরযুয যাকাত, হাদীস নং-৪৩৩৫, ৩য় খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

অপর এক স্থানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যাকাতের সম্পদ যেখানে মিশে গেছে, সেটাকে ধ্বংস করে দিবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, হাদীস নং-৩৫২২, ৩/২৭৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সম্পদে যাকাত মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার দু'টি ধরণ রয়েছে: প্রথমটি হলো; নিসাবের মালিক, যার উপরই যাকাত দেয়া ফরয, সে গরীব হয়ে লোকদের থেকে যাকাত নিলো এবং নিজের সম্পদে মিলিয়ে বৃদ্ধি করলো। অপরটি হলো; বান্দা যাকাত বের করলো না, যে সম্পদ যাকাত হিসাবে বের করার কথা ছিলো তা নিজের সম্পদেই রেখে দেয়। (সম্পদ নষ্ট হওয়ার একটি ধরণ বর্ণনা করেন যে,) যাকাত মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে পুরো সম্পদের বরকত দূর হয়ে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে সম্পদ শেষ হয়ে যায় বা কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, যার কারণে সম্পূর্ণ সম্পদই ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন রোগ বালাই, মামলা মুকাদ্দমা, ডাকাতী বা পুড়ে যাওয়া ও ডুবে যাওয়া। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৩)**

যাকাত না দেয়াতে সম্মিলিতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়

✿ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়, আজকে যদি আমরা চিন্তা করি তবে সামগ্রিকভাবে অনেক সমস্যার শিকার রয়েছি, মূল্যবৃদ্ধি দিন দিন বেড়েই চলছে, বেকারত্বতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, গরমের তীব্রতাও বেড়েই চলছে, পানির অভাবের কারণে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আমরা যেসব সমস্যা শিকার

হচ্ছি, হতে পারে এর একটি কারণ মুসলমানদের যাকাত আদায় না করাও। যেমনিভাবে-

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে সম্প্রদায় যাকাত দেবে না **আল্লাহ্ পাক** তাদেরকে দূর্ভিক্ষে লিপ্ত করে দিবেন। (আল মু'জামুল আউসাত, হাদীস নং-৪৫৭৭, ৩য় খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যখন লোকেরা যাকাত আদায় করা ছেড়ে দেবে, তখন **আল্লাহ্ পাক** বৃষ্টিকে আটকে রাখবেন, যদি জমিনে চতুস্পদ প্রাণী না থাকতো, তবে আকাশ থেকে পানির একটি ফোঁটাও পড়তো না।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, বাবুল উকুবাত, হাদীস নং-৪০১৯, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর পরও আযাবে লিপ্ত হবে

✿ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তি শুধু দুনিয়ায় দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হয় না বরং মৃত্যুর পরও বেদনাদায়ক আযাবের আকৃতিতে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেমনিভাবে- **হুযুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে তার পেছনে এমন ধনভান্ডার ছেড়ে গেলো (কনয এমন ভান্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত আদায় করা হয়নি) তা কিয়ামতের দিন এক নেড়া সাপে পরিবর্তন করে দেয়া হবে, তার চোখে দু'টি কালো দাগ হবে, সে এই ব্যক্তির পিছনে দৌড়াবে, সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে: "তুমি কে?" সাপ বলবে: "আমি তোমার সেই ধনভান্ডার, যা তুমি তোমার পেছনে ছেড়ে এসেছো।" অতঃপর তা তার পিছু নিতেই থাকবে, এমনকি তার হাত ছিবিয়ে খাবে, অতঃপর তাকে কামড় দেবে এবং তার পুরো শরীর ছিবিয়ে খাবে।

(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাগলীয ফি মানআয যাকাত, হাদীস নং-১৪৭৪, ২য় খন্ড, ৬ষ্ট পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তিদের জন্য কুরআন ও হাদীসে বর্ণনাকৃত আযাব সমূহের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে বলেন: "সারমর্ম হলো, যেই স্বর্ণ ও রূপার যাকাত আদায় করা হয় না, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তার কপাল, পার্শ্ব, পিঠে দাগ দেয়া হবে। তার মাথা ও স্তনের বোঁটায় জাহান্নামের গরম পাথর রাখা হবে যে, যা বক্ষ বিদীর্ন হয়ে কাঁধ দিয়ে বেরিয়ে যাবে এবং কাঁধের হাঁড়ে রাখা হলে তা হাঁড় ভেঙ্গে বুক দিয়ে বের হয়ে আসবে, পেট ফেটে পাশ দিয়ে বের হয়ে যাবে, মাথার পেছনের অংশ ভেঙ্গে কপাল দিয়ে বের হয়ে আসবে। যে সম্পদের যাকাত দেয়া হবে না, কিয়ামতের দিন পুরোনো হিংস্র অজগর হয়ে তা তার পেছনে দৌড়াবে, সে হাত দ্বারা আটকাতে চাইবে, তা হাত ছিবিয়ে খাবে, অতঃপর গলায় শিকলের ন্যায় ঝুলে পড়বে, ঐ ব্যক্তির মুখ তার মুখে নিয়ে ছিবিয়ে খাবে যে, আমিই হলাম তোমার সম্পদ, আমিই হলাম তোমার ধন ভান্ডার। অতঃপর তার পুরো শরীর ছিবিয়ে খাবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তিদের ভীতি প্রদর্শন করে বলেন: হে প্রিয় ভাইয়েরা! **আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীকে কি নিতান্তই হাসি ঠাট্টা মনে করো বা (কিয়ামতের একদিন অর্থাৎ) ৫০ হাজার বছরের সমান এতে অস্বাভাবিক বিপদাপদ সহ্য করতে হবে, একটু দুনিয়ার আগুনে একটি আধা পয়সা (কয়েন) গরম করে শরীরে রেখে দেখুন, কোথায় এই নগন্য গরম আর কোথায় সেই কহরের আগুন, কোথায় এই একটি পয়সা আর কোথায় সেই

পুরো জীবনের সঞ্চিত সম্পদ, কোথায় এই মিনিট খানিক সময় আর কোথায় সেই হাজারো দিন বছরের আপদ, কোথায় এই নগন্য দাগ আর কোথায় সেই হাঁড় ভেঙ্গে পার হওয়া আযাব। **আল্লাহ্ পাক** মুসলমানদের হেদায়ত দান করুক। (প্রাগুক্ত, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যাকাত দেয়ার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যাকাত আদায় না করার দুনিয়া ও আখিরাতে কেমন কেমন ক্ষতির সম্মূখীন হতে হচ্ছে, এজন্যই আমাদের উচিৎ, যেকোন শরয়ী বিধানাবলী আদায়ে একেবারে অলসতা না করা বরং মানষিকতা বানিয়ে নিন যে, **সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত জগতের মালিকে**র সকল কাজেই কোন না কোন হিকমত অবশ্যই লুকায়িত রয়েছে, **তিনি** নিজ বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল, **তাঁর** প্রতিটি আদেশে আমাদের জন্য কল্যাণই নিহিত রয়েছে। সুতরাং আমাদেরও বান্দা হওয়ার হক আদায় করে **তাঁর** প্রত্যেকটি আদেশের প্রতি লাব্বাইক বলে তা পালন করা উচিৎ, যেমন **আল্লাহ্ পাক** আমাদের নামায আদায়ের আদেশ দিয়েছেন, তাই আমাদের নামাযের সময় হতেই সব কাজকর্ম ছেড়ে নামায আদায় করা উচিৎ, **আল্লাহ্ পাক** আমাদের রমযানুল মুবারকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন, তাই আমাদের নিয়মিত পুরো রমযানুল মুবারকের রোযা রাখা উচিৎ, **আল্লাহ্ পাক** আমাদেরকে আমাদের পরিবার পরিজন এবং অন্যান্য মুসলমানের হকের প্রতি সজাগ থাকার আদেশ দিয়েছেন, তাই আমাদের বান্দার হকের প্রতি সজাগ থাকতে হবে, **আল্লাহ্ পাক** পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের আদেশ ইরশাদ করেছেন তাই

আমাদের নিজ নিজ পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা উচিৎ। এমনিভাবে **আল্লাহ্ পাক** আমাদের ধন সম্পদ দান করেছেন এবং এর যাকাত আদায় করার আদেশ করেছেন, তাই আমাদের প্রফুল্লচিত্তে প্রতি বৎসর নিজের সম্পদের যাকাত দেয়া উচিৎ।

এখানে একটি বিষয় এটাও মনের মধ্যে গেঁথে নিন, সাধারণভাবে এটা প্রসিদ্ধ যে, যাকাত তো শুধু রমযান মাসেই আদায় করা চাই। কেননা, এই মুবারক মাসে যেমনিভাবে অন্যান্য নেকীর সাওয়াব বৃদ্ধি করা হয়, তেমনিভাবে **আল্লাহ্ পাক** পথে সম্পদ ব্যয় করার সাওয়াবও বৃদ্ধি পায়, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু হে আশিকানে রমযান! এটা আবশ্যক নয় যে, শুধু রমযান মাসেই যাকাত প্রদান করতে হবে, বরং যার উপর যাকাত ফরয তার জানা উচিৎ যে, আমার উপর যাকাত ফরয হওয়ার ইসলামী তারিখ কোনটি আর ইসলামী মাস কোনটি, যদি এ ব্যপারে জানা না থাকে তবে মনে রাখুন! যার উপর যাকাত ফরয, তার যাকাত সম্পর্কীত প্রয়োজনীয় মাসআলা শেখাও ফরয, যদি না শিখে তবে গুনাহগার হবে। এমন যেন না হয় যে, বেশি সাওয়াব অর্জনের অপেক্ষায় যাকাত আদায়ে দেরী করে **আল্লাহ্ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা তো করছেন না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিটি প্রদক্ষেপে আমাদের পথ নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণের উৎসাহ থাকা চাই, সত্যিকার আগ্রহ থাকা চাই, বর্তমান যুগে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার অসংখ্য মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে অনেক সহজেই পাওয়া যাচ্ছে, এখন সম্ভবত কোন অজুহাতই করতে পারবে না যে, আমি তো দ্বীনের জ্ঞান অর্জন থেকে এই জন্যই দূরে ছিলাম যে, আমি তো জানতামই না।

আল্লাহ্ পাকের বিধানাবলীর প্রতি আমল করা এবং যে কাজে তিনি নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং নেকীর প্রতি স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এর বরকতে দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য বরকত নসীব হবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইনফিরাদি কৌশিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে যেখানে অন্যান্য অসংখ্য উপকার সাধিত হয়, ঐরকম ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে আমলী ভাবে অংশগ্রহণ করার মানসিকতাও হয়, ১২ দ্বীনি কাজ সমূহের মধ্যে প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ **ইনফিরাদি কৌশিশ**ও রয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইনফিরাদি কৌশিশের উৎসাহ সমূহ "৭২টি নেক আমল" নামক পুস্তিকায়ও উল্লেখ রয়েছে, যেমন নেক আমল নাম্বার ৩৬: **আপনি কি আজকে ইনফিরাদি কৌশিশের মাধ্যমে ১২ দ্বীনি কাজ থেকে কমপক্ষে একটি দ্বীনি কাজের জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছেন?**

মনে রাখবেন! ✸ ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে জামাআত সহকারে নামায আদায়কারী বৃদ্ধি পায়। ✸ মসজিদ সমূহকে আবাদ রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা হয়। ✸ মাদানী দরস ও তাফসীর শুনার এবং শুনানোর হালকায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✸ সুন্নাত সমূহের প্রশিক্ষণের জন্যে মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য ইসলামী ভাইদেরকে প্রস্তুত করা যায়। আসুন! উৎসাহের জন্যে ইনফিরাদি কৌশিশের একটি ঘটনা শ্রবণ করি, যেমন

ডাকাত তাওবা করে নিল

পাকিস্তানের জেলখানার এক সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি পূর্বে অনেক ভয়ংকর ডাকাত ছিল। লোকজন তাকে ভয় করতঃ। অনেক দক্ষ একজন যোদ্ধা ছিল এবং কয়েকজন পুলিশও তার সাথে মোকাবেলা করেছে। পরিশেষে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে, সৌভাগ্যক্রমে জেলের মধ্যে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদের সংস্পর্শ তার নসীব হয়ে গেলো। মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামীর ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে জেলের মধ্যেই মাদরাসায়ে ফয়যানে কোরআনে সম্পূর্ণ কোরআন শিখার সৌভাগ্য অর্জন হলো। সে সঠিক ভাবে "নামায" পড়া শিখল, তার সাথে ছয় কালিমা, ঈমানে মুফাসসাল, ঈমানে মুজমাল এবং শেষের দশটি (১০) সূরাও মুখস্ত করে নিল। এরপর থেকে সে নতুন জীবন শুরু করল যেটাতে অপরাধের কোন স্থান নেই। তার বর্ণনা হলো: দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি মহল এবং ইসলামী ভাইদের সহানুভূতি তার ঘুমিয়ে থাকা জীবনটাকে জাগিয়ে তুলেছে এবং তার সংশোধন হওয়ার মাধ্যম করে দিয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর নিজের সম্পদের যাকাত হকদারদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে পৌঁছিয়ে দেয়া উচিৎ, যদি যাকাতের হকদার আমাদের নিকটাত্মী হয় তবে তাদের দেয়াই বেশি প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ। কেননা, তাদেরকে দেয়াতে দ্বিগুণ সাওয়াব অর্জিত হয়। যেমনিভাবে-

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সাধারণ মুসলমানের প্রতি সদকা করা হচ্ছে একটি সদকা এবং সেই সদকা নিজের আপনজনের প্রতি হলে দু'টি সদকা, একটি হলো সদকা, অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।" (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা'জা ফি সদকাতি আলা যি কারাবাতি, ১ম খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৮)

নিজের আত্মীয়দের মাঝে এমন গরীব ও উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করুন, যে নিজের আত্মসম্মান বোধের কারণে কারো নিকট চায় না। এমন লোকদের শুধু বাৎসরিক যাকাত দেয়া নয় বরং সম্ভব হলে কখনো কখনো নিজের মাসিক উপার্জন থেকে কিছু না কিছু সাহায্যও করা উচিৎ। মনে রাখবেন! তাকে আর্থিক সাহায্য করার পর নিজেকে বাহ বাহ করানোর জন্য মানুষের নিকট তা প্রকাশ করবেন না বরং **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে আখিরাতে সাওয়াবের আশায় **আল্লাহ্ পাকের** পথে ব্যয় করা উচিৎ। কেননা, পারা ৩, সূরা বাকারার ২৬৪ নং আয়াতে দান ও সদকা করে খোঁটা দিতে নিষেধ করেছেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিও না খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের নিকটাত্মীয়দের খোঁটা দেয়ার পরিবর্তে **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত দেয়া উচিৎ এবং সম্ভব হলে নেকীর কাজে ব্যয় করার জন্য সাওয়াবের নিয়্যতে আপনারই মসজিদ ভারো সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কেও দিন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দেশ বিদেশে হাজারো মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যা দ্বীনি ফযীলতের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব বহন করে, এই কারণেই এই মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এতে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হিসাবে বাৎসরিক কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়, যার জন্য কখনো কখনো মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে টেলিথোন (অর্থাৎ মাদানী ফান্ড সংগ্রহের কার্যক্রম) এরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, সুতরাং আপনার প্রতিও আরয হলো যে, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের দোয়ার অংশীদার হওয়ার জন্য, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতি ও স্থায়িত্ব এবং মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনাসমূহ ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য যাকাত, ফিতরা, দান, সদকা, নফল অনুদান এবং ওশর ইত্যাদির মাধ্যমে সহযোগীতা শুধু নিজে করবেন না বরং আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন, আমাদের ঠোঁট নাড়ানো এবং আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে যদি কারো মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয় এবং সে তার যাকাত, ফিতরা, দান, সদকা, নফলী অনুদান ইত্যাদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য দিয়ে দেয়, তবে আমাদের জন্য তা সদকায়ে জারিয়া হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের সময় নির্ধারণ বিভাগ (Preyer Timings Depertment)

হে আশিকানে রমজান! রজবুল মুরাজ্জবের সুবাস ছড়াচ্ছে এবং মুসলমান এই মোবারক মাসে নফল রোযা রাখে এবং নফল নামায আদায়

করে। অবশ্যই এই দুইটি আমলের সময় জানার জন্যে একটি বিশেষ ইলমের প্রয়োজন ঐ ইলমের নাম হলো "সময় জ্ঞান"। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী বিশ্বব্যাপী নেকীর দা'ওয়াত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং সুন্নাতের প্রচার প্রসার করার জন্যে কম্পক্ষে ৮০টি বিভাগের মধ্যে নেকীর দা'ওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছে। এসবের মধ্যে একটি "নামাযের সময় নির্ধারণ বিভাগ"ও রয়েছে। "সময় জ্ঞান" দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ইলম যার সাহায্যে দুনিয়ার যেকোন স্থানের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূর্য উদয় ও অস্ত এবং দিনের মধ্যবর্তী সময় ইত্যাদির সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং দিক নির্ধারণ করা। বিভাগটি সময় জ্ঞান দ্বারা নামাযের সময়সীমা, সূর্য উদয় ও সূর্য অস্ত এবং কিবলার দিক নির্ধারণের সঠিক বিষয়াদি নকশা আকারে একত্রিত করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামাযের সময় নির্ধারণ বিভাগ আজ পর্যন্ত না শুধুমাত্র সময়ের জ্ঞানের উসুল ও বিধান অনুযায়ী অসংখ্য শহরের "নামাযের সময়সূচির" নকশা প্রস্তুত করেছে বরং এ ক্ষেত্রে আরও এক কদম সামনে অগ্রসর হয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ "আইটি ডিপার্টমেন্ট" এর সহায়তায় এমন একটি সফটওয়ার "নামাযের সময়সীমা" নামে পরিচয় করিয়েছে, যেটা কম্পিউটার এবং মোবাইল ইত্যাদির মধ্যে নামাযের সঠিক সময়সীমা সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সীমাহীন উপকার দিচ্ছে। সুতরাং কম্পিউটার (ডেস্ক টাপ অ্যাপ্লিক্যাশন, Desktop Application) এর মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাপী প্রায় ২৭ লাখ স্থানে যেখানে মোবাইল অ্যাপ্লিক্যাশন এর মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার স্থানের জন্যে নামাযের সঠিক সময়সীমা ও কিবলার সঠিক দিক নির্ধারণ খুব সহজে জানা যায়। সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা এবং পরামর্শ দিতে চাইলে বিভাগের আরাকিন ও যিম্মাদারগণের

মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামী আন্তর্জাতিক কেন্দ্রিয় মারকায ফয়যানে মদীনা করাচিতে ফোন বা ই-মেইল এড্রেস (Prayer@dawateislami.net) এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার যাকাতের কতিপয় ফযীলত এবং উপকারী আর তা আদায়ের নিয়্যতও করি,

আল্লাহ্‌র রহমতের বর্ষণ

যাকাত প্রদানকারীর জন্য সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হচ্ছে, তার প্রতি **আল্লাহ্ পাকের** রহমত মুষলধারে বর্ষিত হতে থাকে, সুতরাং পারা ৯ সূরা আ'রাফ ১৫৬ নং আয়াতে রয়েছে:

وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِیْنَ هُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

(পারা: ৯, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ১৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমার দয়া প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে; সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি নিয়ামতসমূহ তাদের জন্যই লিপিবদ্ধ করে দেবো, যারা ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনে।

যদি কোন বুদ্ধিমানকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সমস্ত সৃষ্টির নেকী তোমার আমল নামায় লিখে দেয়া হবে, তোমার কি এটা পছন্দ নাকি **আল্লাহ্ পাকের** বিশেষ রহমত তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়া এটি পছন্দ? তবে সে সমস্ত সৃষ্টির নেকী অর্জন থেকে **আল্লাহ্ পাকের** বিশেষ রহমত অর্জনকেই বেশি পছন্দ করবে। নিঃসন্দেহে কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে প্রতি বছর যাকাত আদায় করে নিজেকে **আল্লাহ্ পাকের** রহমতের হকদার বানিয়ে নেয়।

সফলতার পথ

যাকাত আদায় বরকতে বান্দা কল্যাণ ও মুক্তি প্রাপ্তদের তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়, যেমনটি পারা ১৮, সূরা মুমিনুনের ৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ

(পারা: ১৮, সূরা: মুমিনুন, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা যথাযথ যাকাত প্রদান করে,

এই আয়াতে সফলতা পাওয়া ঈমানদারদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে; সে নিয়মিত ও সর্বদা নিজের সম্পদের ফরয হওয়া যাকাত দিতো।

মুসলমানের অন্তরে আনন্দ দেয়া

যাকাত আদায়ের একটি উপকারী এটাও অর্জিত হয়, গরীবের চাহিদা পূরণ হয়ে যায় এবং তাদের মনে আনন্দ অনুভব হয় আর মুসলমানের অন্তর খুশি করা তো খুবই সাওয়াবের কাজ, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ পাকের** নিকট ফরয আদায়ের পর সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে, মুসলমানের মন খুশি করা।

(মু'জামুল কবীর, ১১/৫৯, হাদীস নং-১১০৭৯)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হলো মুমিনের মন খুশি করা, হোক তার সতর ঢেকে বা তাকে খাবার খাইয়ে বা তার অভাব পূরণ করার মাধ্যমে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল লিবাস ওয়াযিনাত, নম্বর-৩, ৩য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকে

যাকাত আদায়ের একটি উপকারী এটাও অর্জিত হয় যে, মুসলমানদের মাঝে মজবুত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকে, যার কারণে সমাজে উন্নতি সাধিত হয়। আরবী প্রবাদ হচ্ছে "اَلْاِتِّحَادُ قُوَّةٌ عَظِيْمَةٌ" অর্থাৎ ঐক্য হচ্ছে একটি বড় শক্তি। এটি একটি বাস্তবতা যে, যদি আমরা পরস্পর একতা ও প্রেম ভালবাসা সহকারে থাকি তবে বড় বড় চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে পারবো, আর একে অপরের প্রতি অনৈক্য এবং ভালবাসার প্রদীপ নিভিয়ে দেই তবে নগন্য সমস্যাও মোকাবেলা করতে পারবো না। একে এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন যে, মোটা মোটা রশি যা নরম ও পাতলা সুতার একতাবদ্ধতায় তৈরী হয়, অথচ একটি সুতার দূর্বলতার অবস্থা এমন হয় যে, ছোট শিশুও একে সহজেই ছিড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু যখন কতগুলো দূর্বল সুতা পরস্পর মিলে একটি শক্তিশালী রশির আকৃতি ধারন করে নেয়, তখন বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজকে পানির প্রবল স্রোতেও আটকে রাখে। মুসলমানকেও পরস্পর এমনভাবে মায়া মমতায় মিলে মিশে থাকা উচিৎ।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল মুসলমান একটি দালানের ন্যায়, যার একটি অংশ অপরটিকে ক্ষমতা প্রদান করে।

(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গযব, বাবু নসরুল মযলুম, ২/১২৭, হাদীস নং-২৪৪৬)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: মুসলমানের পরস্পর বন্ধুত্ব এবং দয়া ও মমতার উদাহরণ শরীরের ন্যায়, যখন শরীরের কোন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়ে যায়, তখন জ্বর এবং নিদ্রাহীনতায় পুরো শরীর এর অংশীদার হয়ে যায়। **(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু তারাহিমুল মুমিনিন..., ১৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৮৬)**

সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়

যাকাত আদায়ের একটি উপকারী এও অর্জিত হয় যে, তার সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিজের সম্পদের যাকাত বের করো। কেননা, তা পবিত্রকারী, তোমাকে পবিত্র করে দেবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, হাদীস নং-১২৩৯৭, ৪র্থ খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

"যিয়ায়ে সাদাকাত" ও "ফয়যানে যাকাত" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যেই লোকেরা প্রতি বৎসর নিজের সম্পদের যাকাত বের করে, এতে তাদের অসংখ্য বরকত নসীব হয় এবং এর বিপরীত যে লোকেরা নিজের সম্পদের যাকাত দেয় না বা যাকাত বের তো করে কিন্তু পুরো আদায় করে না, তখন এর ক্ষতি এরূপ হয় যে, সে শুধু দুনিয়াতেই ধ্বংস হয় না বরং **আল্লাহ্ পাকের** গযবে পতিত হয়ে দোযখের আযাবের হকদার হয়ে যায়। সুতরাং প্রতি বৎসর নিজের সম্পদের যাকাত পুরো আদায় করা উচিৎ। কেননা, এতে **আল্লাহ্ পাকের** আদেশের বাস্তবায়ন, গরীব এবং অভাবীদের সহযোগীতা হয়। সদকা ও যাকাতের ব্যাপারে আরো জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"যিয়ায়ে সাদাকাত"** এবং **"ফয়যানে যাকাত"** অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী, এই কিতাব দুটিতে যাকাতের পাশাপাশি সদকারও অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, প্রতিটি অধ্যায়ে সদকার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়াবলীর বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান, যেমন সদকার অর্থ ও প্রকার, এমনিভাবে যাকাতের বয়ান, যাকাত কাকে দেয়া যাবে? আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং তাদের সাথে সদাচরণের ফযীলত,

সম্পদ জমা করা কেমন? কৃপণতার নিন্দা ইত্যাদি, এই কিতাব দু'টি অধ্যয়নকারীর জ্ঞানের অসংখ্য ভান্ডার অর্জিত হবে। اِنْ شَآءَ الله

সুতরাং আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই কিতাব দু'টি যথাযথ মূল্যে সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করার নিয়্যত করে নিন, এই কিতাব দু'টি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে পড়তেও পারবেন, ডাউনলোড এবং প্রিন্ট আউট ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে সূরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

✹ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সবচাইতে উত্তম সূরমা হচ্ছে 'ইসমাদ'। কেননা, এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়।" (ইবনে মাজাহ, ৪/ ১১৫, হাদীস: ৩৪৯৭) ✹ পাথুরী সূরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই। কালো সূরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫৯) ✹ শয়ন করার সময় সূরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/১৮০)

ঘোষণা

সূরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**